প্রদীপ বিশই @ রঞ্জিত বিশই

বনাম

ওড়িশা রাজ্য

(২০১৮ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১১৯২)

১০, অক্টোবর, ২০১৮

[এ. কে. সিক্রি এবং অশোক ভূষণ, বিচারপতিদ্বয়]

"ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ – ধারা ১৬১ – আহত ব্যক্তির অধীনে বিবৃতি, মৃত্যুর পরে মৃত্যুশয্যার ঘোষণা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে কি না – PW-১ এর ভাই এবং তথ্যদাতা, যাকে অভিযুক্ত-আসামি দ্বারা আক্রমণ করা হয় এবং পরবর্তীতে হাসপাতালে মারা যায় – অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধি-এর ধারা ৩০৪ অংশ II-এ দোষী সাব্যস্ত করা হয় – অভিযুক্তের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয় যে, আহত-মৃত ব্যক্তির ধারা ১৬১ এর অধীনে রেকর্ড করা বিবৃতি মৃত্যুশয্যার ঘোষণা হিসেবে গণ্য করা যাবে না কারণ তার মৃত্যু তিন মাসেরও বেশি সময় পরে হয়েছে – স্থির: ১৮৭২ সালের আইনটির ধারা ৩২ মৃত ব্যক্তি বা যাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এমন ব্যক্তির প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বিবৃতি সম্পর্কিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য – ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৬১ ধারার অধীনে পুলিশ কর্তৃক রেকর্ডকৃত বিবৃতি, ধারা ৩২ এর ক্লজ (১) এর আওতায় প্রযোজ্য এবং গ্রহণযোগ্য – বিচার আদালত সঠিকভাবে ধরে নিয়েছিল যে আহত-মৃত ব্যক্তির বিবৃতি ১৮৭২ সালের আইনটির ধারা ৩২ এর অধীনে গ্রহণযোগ্য, কারণ এটি তার মৃত্যুর কারণ এবং কীভাবে তিনি আহত হয়েছেন সে সম্পর্কে ছিল – আরও, আহত-মৃত ব্যক্তির বিবৃতিটি তার শরীরের আঘাত এবং প্রসিকিউশনের দাবি অনুযায়ী ঘটনাপ্রবাহ থেকে সমর্থন পেয়েছে – বিচার আদালত এবং উচ্চ আদালতের রায়ে কোন ভুল নেই, যা তদন্তকারী কর্মকর্তা দ্বারা রেকর্ডকৃত আহত-মৃত ব্যক্তির বিবৃতির উপর নির্ভর করেছে – প্রমাণ আইন, ১৮৭২ – ধারা ৩২ – দণ্ডবিধি, ১৮৬০ – ধারা ৩০৪, অংশ II।

আপিল খারিজ করে আদালত

বলেছে ঃ ১.১ ১৮৭২ সালের প্রমাণ আইনের ধারা ৩২ মৃত ব্যক্তি বা যাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এমন ব্যক্তির প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বিবৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৬১ সাক্ষীদের পুলিশ কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদের সাথে সম্পর্কিত এবং ধারা ১৬২ 'পুলিশকে বিবৃতি স্বাক্ষর করতে হবে না – প্রমাণে বিবৃতির ব্যবহার' বিষয়ে প্রযোজ্য। [অনুচ্ছেদ ৮, ৯] [৯৫১- ডি; ৯৫২-সি]

১.২ ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৬২-এর উপ-ধারা (২) উপ-ধারা (১)-এ নির্ধারিত বিধানের একটি স্পষ্ট ব্যতিক্রম অন্তর্ভুক্ত করে। ধারা ১৬১-এর অধীনে পুলিশ কর্তৃক রেকর্ডকৃত বিবৃতি, ভারতীয় প্রমাণ আইনের ধারা ৩২ এর ক্লজ (১)-এর আওতায় পড়ে, সুতরাং এটি স্পষ্টতই প্রাসঙ্গিক এবং গ্রহণযোগ্য।"

"উপস্থাপিত ক্ষেত্রে ভিকটিমের ধারা ১৬১-এর অধীনে বিবৃতি তদন্তকারী কর্মকর্তা দ্বারা ০৫.১২.১৯৯০ তারিখে রেকর্ড করা হয়। বিচার আদালত এবং উচ্চ আদালত উভয়েই উক্ত বিবৃতিকে প্রাসঙ্গিক বলে গণ্য করে এবং উক্ত বিবৃতির উপর নির্ভর করে। বিচার আদালত এবং উচ্চ আদালতের রায়ে কোনও ভুল পাওয়া যায়নি, যেখানে ০৫.১২.১৯৯০ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা দ্বারা রেকর্ডকৃত আহত ব্যক্তির বিবৃতির উপর নির্ভর করা হয়েছে। বিচার আদালত প্রমাণের পর্যালোচনার পরে উল্লেখ করেছে যে মৃত ব্যক্তি অ্যাসিড আক্রমণ এবং বোমা বিস্ফোরণে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। অ্যাসিড আক্রমণের কারণে তিনি তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন এবং তার ডান পা হারিয়েছেন। বিচার আদালত সঠিকভাবে উল্লেখ করেছে যে ০৫.১২.১৯৯০ তারিখে মৃত ব্যক্তির দেওয়া বিবৃতি ধারা ৩২-এর অধীনে গ্রহণযোগ্য, কারণ এটি তার মৃত্যুর কারণ এবং কীভাবে তিনি আহত হয়েছিলেন তা সম্পর্কিত।" [অনুচ্ছেদ ১০,১৬-১৭] [৯৬৩-সি; ৯৬০-ই-এফ; ৯৬১-এফ]

১.৩ মৃত ব্যক্তির শরীরের আঘাতগুলি প্রসিকিউশন মামলাটিকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে। এইভাবে, ০৬.১২.১৯৯০-এ মৃত ব্যক্তির দেওয়া বিবৃতিটি মৃত ব্যক্তির শরীরের আঘাত এবং প্রসিকিউশন দ্বারা দাবি করা ঘটনার ক্রম এবং পদ্ধতির প্রমাণ খুঁজে পায়। পিডব্লিউ১, তথ্যদাতা প্রসিকিউশন মামলাটিকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছিলেন। [অনুচ্ছেদ ১৮] [৯৬২-সি]

মুকেশভাই গোপালভাই বারোট বনাম গুজরাট রাজ্য (২০১০) ৮ স্কেল ৪৭৭; শ্রী ভগবান বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (২০১৩) ১২ এস. সি. সি ১৩৭: [২০১২] ১২ এস. সি. আর ৭৭৪; নাজজাম ফরাগি @নিজজাম ফারুকি বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য (১৯৯৮) ২ এস. সি. সি ৪৬: [১৯৯৭] ৬ সম্পূরক। এস. সি. আর ১৪৮-এর উপর নির্ভরশীল।

লক্ষ্মণ বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০০২) ৬ এস. সি. সি. ৭১০; পাপারাম্বাকা রোসাম্মা এবং অন্যান্য বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য (১৯৯৯) ৭ এস. সি. সি. ৬৯৬: [১৯৯৯] ২ সাপ্লি. এস. সি. আর ৩২৮; কোলি চুনিলাল সাবজি এবং অন্য একটি ভাই। গুজরাট রাজ্য (১৯৯৯) ৯ এস. সি. সি. ৬৬২: [১৯৯৯] ৩ সাপ্লি. এস. সি. আর. ২৮৪-উল্লিখিত।

<u>মামলা আইন প্রসঙ্গ</u>

(২০০২) ৬ এস. সি. সি. ৭১০ অনুচ্ছেদ ৪-এর উপর নির্ভরশীল

(২০১০) ৮ স্কেল ৪৭৭ অনুচ্ছেদ ৬ ২০১২-এর উপর নির্ভরশীল

[২০১২] ১২ এস. সি. আর. ৭৭৪ অনুচ্ছেদ ৬-এর উপর নির্ভরশীল

[১৯৯৭] ৬ সম্পূরক. এস. সি. আর ১৪৮ অনুচ্ছেদ ১২-এর উপর নির্ভর করেছিল।

[১৯৯৯] ২ সম্পূরক, এস. সি. আর ৩২৮ অনুচ্ছেদ ১৩ প্রেরিত

[১৯৯৯] ৩ সম্পূরক এস. সি. আর ২৮৪ অনুচ্ছেদ ১৩ প্রেরিত

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৮ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১১৯২।

১৯৯২ সালের ৩১১ নং ফৌজদারি আপিলে কটকের উড়িষ্যা হাইকোর্টের ২৬.০১.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

আবেদনকারীর পক্ষে ইয়াসোবন্ত দাস, সিনিয়র অ্যাড., বি. বি. প্রধান, এম. এ. আলিম মজিদ, কেদার নাথ ত্রিপাঠি, আইনজীবীগণ

সিবো শঙ্কর মিশ্র, রঞ্জন সাহু, আইনজীবীগণ উত্তরদাতার পক্ষে।

আদালতের রায় দিয়েছেন **অশোক ভূষণ, বিচারপতি**

১, উড়িষ্যা হাইকোর্টের তারিখের রায়ের বিরুদ্ধে অভিযুক্তদের দ্বারা এই আপিল দায়ের করা হয়েছে। উড়িষ্যা হাইকোর্ট বিতর্কিত রায়ের মাধ্যমে আবেদনকারীর দায়ের করা ফৌজদারি আপিল খারিজ করে দিয়েছে যা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারা দ্বিতীয় অংশের অধীনে তার দোষী সাব্যস্ত হওয়া এবং ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

২, প্রসিকিউশন মামলাটি রেকর্ড থেকে জানা যায় যে ভাস্কর সাহু (মৃত) সকাল ৭টায় বেলাপাড়ার কাছে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বেলাপাড়া সেতুর কাছে অভিযুক্তরা মৃতের দিকে বোমা ছুড়ে মারে, যা ভাস্কর সাহুর ডান পায়ে আঘাত করে, যার ফলে সে রাস্তায় পড়ে যায়। ভাস্কর সাহু যখন জীবন বাঁচাতে দৌড়ে যেতে শুরু করে, তখন অভিযুক্তরা মৃতের সামনে দৌড়ে আসে এবং ভাস্কর সাহুর ডান কাঁধে কাটি আঘাত করে যার উপর সে পড়ে যায়, তারপরে অভিযুক্তরা ভাস্কর সাহুর মাথা, মুখ এবং বুকে অ্যাসিড ঢেলে দেয়। এরপরে অভিযুক্ত এবং তার বন্ধুরা সেখান থেকে চলে যায়। ভাস্কর সাহু গ্রামের একজন খালিয়া পতি সাইকেলের সাহায্যে মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে যান। তারপর ভাস্কর সাহুর ভাই সুরেন্দ্র নাথ সাহু হামলার খবর পেয়ে গ্রামের তারিন সাহু, কাসিনাথ বিসো এবং বিদ্যাধর বাবুকে নিয়ে এসে ভাস্কর সাহুকে বহরমপুর মেডিকেল কলেজে ভর্তি করেন। ভাস্কর সাহুর ভাই সুরেন্দ্র নাথ সাহু অভিযুক্তদের নাম উল্লেখ করে একটি প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন দাখিল করেন। এফ আই আর -এ

৩২৪/৩২৬/২৮৬ ৩৪ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারার অধীনে দায়ের করা হয়েছে। আই.ও. ৩০.১১.১৯৯০ তারিখে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং রক্তাক্ত পাথর, একটি নমুনা পাথর এবং অ্যাসিডের গন্ধযুক্ত হলুদ রঙের একটি গেঞ্জি উদ্ধার করেন এবং সিজার লিস্ট প্রস্তুত করেন। এছাড়াও, তিনি কিছু নমুনা মাটি এবং অ্যাসিডের গন্ধযুক্ত একটি তোয়ালে শনাক্ত করেন। এরপর আই.ও. সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ০৫.১২.১৯৯০ তারিখে আই.ও. অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার দেখান এবং ভাস্কর সাহুর ধারা ১৬১ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে বিবৃতি রেকর্ড করেন, যেখানে ভাস্কর সাহু অভিযুক্তদের নাম উল্লেখ করেন, যারা বোমা ছুড়ে মেরেছে, কাটি দিয়ে আঘাত করেছে এবং তার মুখ ও মাথায় অ্যাসিড নিক্ষেপ করেছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয় এবং সাক্ষী হিসেবে পি.ডব্লিউ.১ (তথ্য প্রদানকারী), পি.ডব্লিউ.২ (দন্ডপানি দাস), এবং পি.ডব্লিউ.৩ (প্রফুল্ল লেউমান সাহু) প্রোসিকিউশনের পক্ষ থেকে হাজির হন। আই.ও. (পি.ডব্লিউ.৪) প্রিথান্ধি মোঘি সাক্ষ্য প্রদান করেন। আহত ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৫.০৩.১৯৯১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। ডিফেন্স পক্ষ থেকে দুইজন সাক্ষী, যথাক্রমে ডি.ডব্লিউ.১ (রমেশ চন্দ্র সাহু) এবং ডি.ডব্লিউ.২ (বিদ্যাধর সাহু) হাজির হন।

৩. বিচার আদালত রেকর্ডে থাকা প্রমাণ বিশ্লেষণ এবং পক্ষগুলোর আইনজীবীদের শুনানি শেষে অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারার পার্ট ॥ এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে এবং পাঁচ বছরের কঠোর কারাদণ্ড প্রদান করেন। বিচার আদালতের রায়ে অসন্তুষ্ট হয়ে অভিযুক্ত উচ্চ আদালতে আপিল করেন, যা উচ্চ আদালত দ্বারা খারিজ করা হয়।

৪. অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী যুক্তি দেন যে, পি.ডব্লিউ.১-এর সাক্ষ্য এবং অন্যান্য সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে। আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে অসঙ্গতি দেখা যায়। আহত ব্যক্তি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন এবং তিনি পি.ডব্লিউ.১-কে অভিযুক্ত সম্পর্কে তথ্য দিয়েছিলেন, তা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। ধারা ১৬১ ফৌজদারি কার্যবিধি অধীনে আহত ব্যক্তির রেকর্ডকৃত বিবৃতিকে আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি অনুযায়ী মৃত্যু পূর্ব বিবৃতি হিসেবে গণ্য করা যাবে না, যা সুপ্রিম কোর্টের সংবিধান বেঞ্চের *লক্ষ্মণ বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য,* (২০০২) ৬ এস.সি.সি. ৭১০-এ প্রণীত হয়েছে। অভিযুক্তের অপরাধের বিষয়টি উভয় নিম্ন আদালত অনুমান এবং কল্পনার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, যা রেকর্ডকৃত প্রমাণের উপর নয়।

৫. রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে যুক্তি দেন যে রেকর্ডে থাকা প্রমাণের ভিত্তিতে উভয় আদালত সঠিকভাবে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করেছেন। ০৫.১২.১৯৯০ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা দ্বারা রেকর্ডকৃত আহত ব্যক্তির বিবৃতির উপর নির্ভর করে নিম্ন আদালত কোনো ভুল করেনি। পি.ডব্লিউ.১-এর সাক্ষ্যও উল্লেখ করেন যে, মৃত ব্যক্তি তাকে অভিযুক্তের নাম জানিয়েছিলেন, যিনি

বোমা ছুড়ে এবং কাটি আক্রমণ করে এবং অ্যাসিড ছুড়েছে, যা নীচের আদালতগুলি যথাযথভাবে বিশ্বাস করেছে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে ০৬.১২.১৯৯০-এ আহতদের দেওয়া বিবৃতি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য ছিল এবং নীচের আদালতগুলি এর উপর নির্ভর করার ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি করেনি। রাজ্যের বিদ্বান কৌঁসুলি মুকেশভাল গোপালভাই বারোট বনাম গুজরাট রাজ্য, (২০১০) ৮ স্কেল ৪৭৭ এবং শ্রী ভগবান বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য, (২০১৩) ১২ এসসিসি ১৩৭-এ এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন।

৬. আমরা পক্ষগুলির জন্য বিদ্বান পরামর্শদাতার জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিবেচনা করেছি এবং রেকর্ডগুলি পর্যবেক্ষণ করেছি।

৭. আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি জমা দেওয়ার মূল জোরটি হল যে ভুক্তভোগীর ০৬.১২.১৯৯০-এ আই. ও. দ্বারা রেকর্ড করা বিবৃতিটিকে মৃত্যুর ঘোষণা হিসাবে বিবেচনা করা যায় না কারণ মৃত্যু তিন মাসেরও বেশি সময় পরে ঘটেছিল। তিনি জমা দেন যে উভয় আদালত উক্ত বিবৃতিটিকে মৃত্যুর ঘোষণা হিসাবে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে ত্রুটি করেছে।

৮. সাক্ষ্য আইনের ৩২ নং ধারাটি এমন মামলাগুলির সাথে সম্পর্কিত যেখানে মৃত বা খুঁজে পাওয়া যায় না এমন ব্যক্তির প্রাসঙ্গিক তথ্যের বিবৃতি ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক। ধারা ৩২ বর্তমান ক্ষেত্রে যতদূর প্রাসঙ্গিক তা নিম্নরূপঃ-

ধারা ৩২, যে ক্ষেত্রে মৃত বা খুঁজে পাওয়া যায় না এমন ব্যক্তির প্রাসঙ্গিক তথ্যের বিবৃতি ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক। - এমন কোনও ব্যক্তির দ্বারা প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যের লিখিত বা মৌখিক বিবৃতি, যিনি মৃত, বা যাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, বা যিনি প্রমাণ দিতে অক্ষম হয়ে পড়েছেন, বা যার উপস্থিতি কোনও পরিমাণ বিলম্ব বা ব্যয় ছাড়াই সংগ্রহ করা যায় না যা মামলার পরিস্থিতিতে আদালতের কাছে অযৌক্তিক বলে মনে হয়, সেগুলি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক তথ্যঃ-

(১) যখন এটি মৃত্যুর কারণের সাথে সম্পর্কিত হয়- যখন কোনও ব্যক্তি তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বা লেনদেনের যে কোনও পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবৃতি দেয় যার ফলে তার মৃত্যুর কারণ প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

এই ধরনের বিবৃতি প্রাসঙ্গিক যে ব্যক্তি এগুলি তৈরি করেছিলেন, সেই সময়ে যখন সেগুলি তৈরি করা হয়েছিল, মৃত্যুর প্রত্যাশায় ছিলেন বা ছিলেন না, এবং তার মৃত্যুর কারণ যে কার্যধারার প্রকৃতিই হোক না কেন প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

দৃষ্টান্তঃ

(ক) প্রশ্ন, ক-কে খ দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল কিনা; অথবা

একটি লেনদেনের সময় প্রাপ্ত আঘাতের কারণে ক মারা গিয়েছিলেন যার সময় তিনি রেভিশড হয়েছিলেন। প্রশ্নটি হল তিনি খ দ্বারা ধর্ষণ হয়েছিলেন কিনা; অথবা

প্রশ্ন হল, 'ক' কে 'খ' এমন পরিস্থিতিতে হত্যা করেছিল কিনা যে 'ক'-এর বিধবা স্ত্রী 'খ'-এর বিরুদ্ধে মামলা করবে।

তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে ক দ্বারা প্রদত্ত বিবৃতি, যথাক্রমে হত্যা, ধর্ষণ এবং বিবেচনাধীন ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য ভুলের উল্লেখ, প্রাসঙ্গিক তথ্য।

৯, লক্ষ্য করার মতো অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি হল ধারা ১৬১ এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৬২। ধারা ১৬১ পুলিশ দ্বারা সাক্ষীদের পরীক্ষা নিয়ে কাজ করে। ধারা ১৬২ "পুলিশের কাছে বিবৃতি স্বাক্ষর না করা-প্রমাণের বিবৃতি ব্যবহার" নিয়ে কাজ করে। ধারা ১৬২ ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৬২ নিম্নরূপঃ-

১৬২, পুলিশের কাছে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করা যাবে না: প্রমাণে বিবৃতির ব্যবহার- (১) এই অধ্যায়ের অধীনে তদন্ত চলাকালীন কোনও পুলিশ আধিকারিকের কাছে কোনও ব্যক্তি লিখিত বিবৃতি দিলে, সেই ব্যক্তি স্বাক্ষর করবেন না; এবং পুলিশ ডায়েরিতে অথবা অন্য কোনওভাবে, অথবা বিবৃতি বা রেকর্ডের কোনও অংশ, তদন্তাধীন কোনও অপরাধের বিষয়ে কোনও তদন্ত বা বিচারের সময় ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, যখন কোনও সাক্ষীকে এই ধরনের তদন্ত বা বিচারে রাষ্ট্রপক্ষের জন্য ডাকা হয়, যার বক্তব্য যথাযথভাবে পূর্বোক্ত হিসাবে লিখিত করা হয়েছে, তখন তার বিবৃতির যে কোনও অংশ অভিযুক্ত দ্বারা এবং আদালতের অনুমতি নিয়ে রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ (১৮৭২-এর ১)-এর ১৪৬ ধারা দ্বারা প্রদত্ত পদ্ধতিতে এই ধরনের সাক্ষীর বিরোধিতা করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে; এবং যখন এই ধরনের বিবৃতির কোনও অংশ এইভাবে ব্যবহার করা হয়, তখন তার যে কোনও অংশ এই ধরনের সাক্ষীর পুনরায় পরীক্ষায়ও ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে কেবল তার ক্রসসেক্সামিনেশনে উল্লিখিত যে কোনও বিষয় ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে।

(২) এই ধারার কোনও কিছুই ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ (১৮৭২-এর ১)-এর ৩২ ধারার (১) ধারার বিধানের মধ্যে থাকা কোনও বিবৃতি বিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে করা হবে না; অথবা সেই আইনের ২৭ ধারার বিধানগুলিকে প্রভাবিত করে বলে মনে করা হবে না।

> ব্যাখ্যা-উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত বিবৃতিতে কোনও তথ্য বা পরিস্থিতি উল্লেখ করা বাদ দিলে তা 'দ্বন্দ্ব' হিসাবে গণ্য হতে পারে, যদি সেই বিষয়টি 'তাৎপর্যপূর্ণ' এবং 'অন্যথায় প্রাসঙ্গিক' বলে মনে হয়, যে প্রেক্ষাপটে এই ধরনের বাদ দেওয়া হয়েছে এবং কোনও বাদ দেওয়া কোনও দ্বন্দ্বের সমান কিনা তা বিবেচনা করে।

১০. ধারা ১৬২-এর উপ-ধারা (২) উপ-ধারা (১)-এ যা বলা হয়েছে তার একটি স্পষ্ট ব্যতিক্রম অন্তর্ভুক্ত করে। ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৩২ ধারার (১) ধারার বিধানের মধ্যে পড়ে ১৬১ ধারার অধীনে পুলিশ যে বিবৃতি রেকর্ড করেছে, তা স্পষ্টভাবে প্রাসঙ্গিক এবং গ্রহণযোগ্য। মুকেশভাই গোপালভাই বারোট (সুপ্রা)-তে, এই আদালতকে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ এবং ১৬২ ধারা এবং সাক্ষ্য আইনের ৩২ ধারা বিবেচনা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। উপরের ক্ষেত্রে, ১৪.০৯.১৯৯৩-এ পোড়া আঘাত পাওয়া ভুক্তভোগীকে সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ দ্বারা তার বিবৃতি রেকর্ড করা হয়েছিল। ধারা ১৬১ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে পুলিশ যে বিবৃতি রেকর্ড করেছে। হাইকোর্ট এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে খারিজ করে দিয়েছিল যে এর কোনও প্রমাণমূলক মূল্য নেই। হাইকোর্টের দৃষ্টিভঙ্গি এই আদালত গ্রহণ করেনি। ৪ ও ৬ অনুচ্ছেদে, এই আদালত পি বলেছিল যে ১৬১ ধারার অধীনে নথিভুক্ত ব্যক্তিদের বিবৃতি মৃত্যুর পরে মৃত্যু ঘোষণা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ৪ ও ৬ অনুচ্ছেদে, নিম্নলিখিতটি রাখা হয়েছেঃ-

"৪, আমরা পক্ষগুলির জন্য বিদ্বান কৌঁসুলির দ্বারা উত্থাপিত যুক্তিগুলি বিবেচনা করেছি। খুব শুরুতে, আমাদের অবশ্যই হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণগুলি বিবেচনা করতে হবে যে মৃত্যু ঘোষণা এক্স, ৪৪ এবং ৪৮ ধারা ১৬১ এবং ১৬২ এর বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণ হিসাবে নেওয়া যাবে না। যখন সমষ্টিগতভাবে পড়া হয়। তবে এই ফলাফলগুলি ভুল। ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এর ৩২ ধারার উপ-ধারা (১) মৃত ব্যক্তির দ্বারা প্রদত্ত বিবৃতির প্রাসঙ্গিকতা সহ বেশ কয়েকটি পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করে। বিধানটি নিম্নরূপঃ

ধারা, ৩২. যে ক্ষেত্রে মৃত বা খুঁজে পাওয়া যায় না এমন ব্যক্তির প্রাসঙ্গিক তথ্যের বিবৃতি ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক।-

এমন কোনও ব্যক্তির দ্বারা প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যের লিখিত বা মৌখিক বিবৃতি, যিনি মৃত, বা যাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, বা যিনি প্রমাণ দিতে অক্ষম হয়ে পড়েছেন, বা যার উপস্থিতি কোনও পরিমাণ বিলম্ব বা ব্যয় ছাড়াই সংগ্রহ করা যায় না, যা মামলার পরিস্থিতিতে আদালতের কাছে অযৌক্তিক বলে মনে হয়, তা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক তথ্যঃ-

> (১) যখন এটি মৃত্যুর কারণের সাথে সম্পর্কিত হয়।-যখন কোনও ব্যক্তি তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বা লেনদেনের যে কোনও পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবৃতি দেয় যা তার মৃত্যুর কারণ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।
>
> এই ধরনের বিবৃতি প্রাসঙ্গিক যে ব্যক্তি এগুলি তৈরি করেছিলেন, সেই সময়ে যখন সেগুলি তৈরি করা হয়েছিল, মৃত্যুর প্রত্যাশায় ছিলেন বা ছিলেন না, এবং কার্যধারার প্রকৃতি যাই হোক না কেন যেখানে তাঁর মৃত্যুর কারণ প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উপরোক্ত মৃত্যুর ঘোষণাগুলি উপরোক্ত বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক। অন্যথায়, ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ এবং ১৬২ ধারা স্বীকারযোগ্যভাবে তদন্ত চলাকালীন রেকর্ড করা বিবৃতিগুলির একটি সীমাবদ্ধ ব্যবহারের জন্য প্রদান করে তবে ধারা ১৬২-এর উপ-ধারা (২) এমন একটি পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করে যেখানে বিবৃতি প্রস্তুতকারকের মৃত্যু হয় এবং নিম্নরূপ পড়েঃ

> (২) এই ধারার কোনও কিছুই ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ (১৮৭২-এর ১)-এর ৩২ ধারার (১) ধারার বিধানের মধ্যে পড়ে এমন কোনও বিবৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে করা হবে না বা সেই আইনের ২৭ ধারার বিধানগুলিকে প্রভাবিত করে বলে মনে করা হবে না।

৫. ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৩২ ধারার সঙ্গে পাঠ করা হলে উপরোক্ত বিধানের একটি খালি পর্যালোচনায় জানা যাবে যে, ১৬১ ধারার অধীনে নথিভুক্ত কোনও ব্যক্তির বিবৃতি তার মৃত্যুর পরে একটি মৃত্যু ঘোষণা হিসাবে বিবেচিত হবে। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ যে মৃত্যু ঘোষণা এক্স, ৪৪ এবং ৪৮-এর কোনও প্রমাণমূলক মূল্য ছিল না, তাই এটি ভুল। বিষয়টির এই দৃষ্টিতে, ১৯৯৩ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে করা প্রথম মৃত্যু ঘোষণাটি আসলে এই মামলার প্রথম তথ্য প্রতিবেদন হবে।

১১, উপরোক্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ধারা ১৬১, ফৌজদারি কার্যবিধি এবং ধারা ৩২, ভারতীয় প্রমাণ আইন সম্পর্কিত বিষয়বস্তু পরীক্ষা করে দেখেছে। আদালত নিহত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার দ্বারা দেওয়া ধারা ১৬১ এর অধীনে রেকর্ডকৃত বিবৃতির বিষয়ে রায় প্রদান করেছে। নিচে ধারা ২০ থেকে ২৪ পর্যন্ত আদালতের পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করা হলোঃ

২০. উপরে উল্লিখিত বিধান অনুসারে, বর্তমান মামলার বিষয়ে ধারা ১৬১ ফৌজদারি কার্যবিধি-এর অধীনে নিহতের বিবৃতি রেকর্ড করার সময় বিচার করলে দেখা যায়, তখন মামলা ধারা ৩২৬, ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী নথিভুক্ত ছিল, কারণ আক্রান্ত ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত ছিলেন। পি.ডব্লিউ ৪ নিহতের মৃত্যুকালীন ঘোষণা রেকর্ড করার কথা ভাবেননি, কারণ আক্রান্ত ব্যক্তি গুরুতর আহত অবস্থায় ছিলেন এবং তার তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল। হাসপাতালে সঠিক চিকিৎসার জন্য পাঠানোর পূর্বে পি.ডব্লিউ ৪ ঘটনার বিষয়ে নিহতের নিজস্ব বিবরণ রেকর্ড করা প্রয়োজন মনে করেছিলেন এবং এভাবেই এক্সহিবিট কা-২ রেকর্ড করা হয়। তবে এটি ধারা ১৬১, ফৌজদারি কার্যবিধি এর অধীনে রেকর্ড করা হয়েছিল। পরবর্তীতে আক্রান্ত ব্যক্তি পরদিন মারা যাওয়ায় প্রসিকিউশন আইন অনুযায়ী উক্ত বিবৃতিকে মৃত্যুকালীন ঘোষণা হিসেবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। প্রশ্ন হলো, প্রতিপক্ষের পক্ষ থেকে উত্থাপিত যুক্তি গ্রহণযোগ্য কিনা।

২১. প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রত্নাকর দাশ বিশেষভাবে ধারা ১৬২(২) ফৌজদারি কার্যবিধির উল্লেখ করেছেন, যা ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে ধারা ১৬১-এর অধীনে রেকর্ড করা বিবৃতিকে ধারা ৩২(১), প্রমাণ আইন অনুযায়ী ঘোষণা হিসেবে গ্রহণযোগ্য করতে অনুমতি দেয়। ধারা ১৬২(২) ফৌজদারি কার্যবিধি নিম্নরূপঃ

> "১৬২(২): এই ধারার কিছুই ভারতীয় প্রমাণ আইন, ১৮৭২ (১৮৭২ এর ১ নম্বর আইন) এর ধারা ৩২-এর ক্লজ (১)-এর অধীন বিবৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না বা উক্ত আইনের ধারা ২৭-এর বিধানকে প্রভাবিত করবে না।"

২২. ভারতীয় প্রমাণ আইন-এর ধারা ৩২(১) অনুযায়ী, নিম্নরূপ বলা হয়েছে:

> "৩২. এমন ক্ষেত্রে যেখানে মৃত বা অনুপস্থিত ব্যক্তির দ্বারা দেওয়া প্রাসঙ্গিক ঘটনার বিবৃতি প্রাসঙ্গিক: -

এমন কোনও ব্যক্তির দ্বারা প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যের লিখিত বা মৌখিক বিবৃতি, যিনি মৃত, বা যাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, বা যিনি প্রমাণ দিতে অক্ষম হয়ে পড়েছেন, বা যার উপস্থিতি কোনও বিলম্ব বা ব্যয় ছাড়াই সংগ্রহ করা যায় না যা মামলার পরিস্থিতিতে আদালতের কাছে অযৌক্তিক বলে মনে হয়, সেগুলি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক তথ্যঃ

(১) যখন এটি মৃত্যুর কারণের সাথে সম্পর্কিত হয়- যখন কোনও ব্যক্তি তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বা লেনদেনের যে কোনও পরিস্থিতি যা তার মৃত্যুর কারণ হিসাবে বিবৃতি দেয়, যে ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

এই ধরনের বিবৃতি প্রাসঙ্গিক যে ব্যক্তি এগুলি তৈরি করেছিলেন, সেই সময়ে যখন সেগুলি তৈরি করা হয়েছিল, মৃত্যুর প্রত্যাশায় ছিলেন বা ছিলেন না, এবং কার্যধারার প্রকৃতি যাই হোক না কেন যেখানে তাঁর মৃত্যুর কারণ প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

২৩. সাক্ষ্য আইনের ৩২ (১) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি এই বিবৃতি দিয়েছেন তিনি মৃত্যুর আশায় ছিলেন বা ছিলেন না, তবুও এই ধরনের বিবৃতি প্রাসঙ্গিক হবে। সাক্ষ্য আইনের ৩২ (১) ধারার অধীনে আসা এই ধরনের বিবৃতির সঙ্গে যুক্ত অসাধারণ বিশ্বাসযোগ্যতার কথা বিবেচনা করে, এই আদালত বারবার সতর্ক করেছে যে, মৃত্যু ঘোষণা হিসাবে নথিভুক্ত এই ধরনের প্রমাণের উপর নির্ভর করার সময় চরম যত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

২৪, যতদূর পর্যন্ত ফৌজদারি দণ্ডবিধির ধারা ১৬২ (২)-এর প্রভাব সম্পর্কিত, আইনের প্রস্তাব হিসাবে, ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির বিপরীতে যার অধীনে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ধারা ১৬১-এর উপর নির্ভর করা যেতে পারে, যা যথাযথভাবে উত্তরদাতার পক্ষে বিদ্বান প্রবীণ কৌঁসুলি যুক্তি দিয়েছিলেন, একবার উল্লিখিত বিবৃতিটি যদিও ফৌজদারি দণ্ডবিধির ধারা ১৬১-এর অধীনে রেকর্ড করা হয়েছে, তবে সাক্ষ্য আইনের ধারা ৩২ (১)-এর চারটির মধ্যে পড়ে মৃত্যুর ঘোষণার চরিত্রটি ধরে নিলে, ধারা ৩২ (১) দ্বারা পরিচালিত ঘোষণার ক্ষেত্রে যে বিশ্বাসযোগ্যতা প্রযোজ্য হবে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই ধরনের বিবৃতির জন্য সমস্ত শক্তিতে প্রযোজ্য বলে মনে করা উচিত যদিও একবার ফৌজদারি দণ্ডবিধির ধারা ১৬১-এর অধীনে রেকর্ড করা হয়েছিল। উপরের আইনের বিবৃতির ফলে এমন একটি অবস্থান তৈরি হবে যে, ভুক্তভোগী ব্যক্তির মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে একজন ভুক্তভোগীর ১৬১ ধারার অধীনে একটি অভিপ্রায়যুক্ত রেকর্ড করা বিবৃতি প্রসিকিউটরকে সক্ষম করবে

> উক্ত বিবৃতির প্রকৃতি এবং বিষয়বস্তুকে সাক্ষ্য আইনের ৩২ (১) ধারার অধীনে পড়ে এমন একটি চূড়ান্ত ঘোষণা হিসাবে বিবেচনা করে উক্ত বিবৃতির উপর নির্ভর করার কর্তৃত্ব এবং এর মাধ্যমে রেকর্ড করা এবং দাবি করা একটি চূড়ান্ত ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সমস্ত বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশংসা করা।

১২. নাজ্জাম এফ ফারাগি @নিজ্জাম ফারুকি বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, (১৯৯৮) ২ এস. সি. সি ৪৬ মামলায় এই আদালতের রায় উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক। উপরোক্ত মামলায়, ভুক্তভোগীর উপর কেরোসিন তেল ঢেলে দেওয়া হয়েছিল এবং তাকে ১৩.০৬.১৯৮৬-এ আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সে প্রায় এক মাস বেঁচে ছিল এবং ৩১.০৭.১৯৮৬-এ মারা গিয়েছিল। ধারা ৩২ (১)-এর উল্লেখ করে এই আদালত বলেছিল যে কেবলমাত্র এই সত্য যে ভুক্তভোগী মৃত্যুর ঘোষণা দেওয়ার অনেক পরে মারা গিয়েছিল, বিবৃতিটির মূল্য হ্রাস পায় না। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ ৯-এ বলা হয়েছেঃ-

"৯, এই যুক্তিতে কোনও যোগ্যতা নেই যে আবেদনকারীর স্ত্রী মৃত্যুর ঘোষণা দেওয়ার অনেক পরে মারা গিয়েছিলেন এবং তাই সেই বিবৃতিগুলির কোনও মূল্য নেই। বিতর্কটি সাক্ষ্য আইনের ৩২ ধারার সুস্পষ্ট বিধানকে উপেক্ষা করে। উপ-ধারা (১)-এর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপঃ

> "এই ধরনের বিবৃতি প্রাসঙ্গিক যে ব্যক্তি এগুলি তৈরি করেছিলেন, সেই সময়ে যখন সেগুলি তৈরি করা হয়েছিল, মৃত্যুর প্রত্যাশায় ছিলেন বা ছিলেন না, এবং কার্যধারার প্রকৃতি যাই হোক না কেন যেখানে তাঁর মৃত্যুর কারণ প্রশ্নবিদ্ধ হয়।"

কোনও সন্দেহ নেই যে কোনও ব্যক্তি যখন তার মৃত্যু শীঘ্রই ঘটবে বলে আশা করছেন তখন তিনি মিথ্যাতে লিপ্ত হবেন না। তবে এর অর্থ এই নয় যে ব্যক্তিটি যদি প্রত্যাশার চেয়ে বেশি সময় বেঁচে থাকেন তবে এই ধরনের বিবৃতি তার মূল্য হারাবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রশ্নটি তাতে প্রতিষ্ঠিত তথ্য এবং পরিস্থিতি নিয়ে বিবেচনা করতে হবে। যদি বিবৃতিটি সত্য হতে পারে না তা দেখানোর জন্য রেকর্ডে কিছুই না থাকে বা রেকর্ডের অন্যান্য প্রমাণ যদি বিবৃতির বিষয়বস্তুগুলিকে সমর্থন করে তবে আদালত অবশ্যই তা গ্রহণ করতে পারে এবং তার উপর কাজ করতে পারে। বর্তমান মামলায় উভয় আদালত রেকর্ডে থাকা সম্পূর্ণ প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করেছে এবং দেখেছে যে এক্স. ৬ এবং ৬-এ থাকা দুটি মৃত্যু ঘোষণা গ্রহণযোগ্য।

১৩. লক্ষ্মণ বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (উপরে) মামলায় এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়ে আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি অনেক জোর দিয়েছেন। দুটি তিন বিচারপতির বেঞ্চের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য উপরোক্ত সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন করা হয়েছিল,

এই আদালতের রায়, ১. অর্থাৎ পাপারাম্বাকা রোসাম্মা এবং অন্যান্য বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য (১৯৯৯) ৭ এসসিসি ৬৯৫ এবং কোলি চুনিলাল সাবজি এবং আরেকটি বনাম গুজরাট রাজ্য, (১৯৯৯) ৯ এসসিসি ৫৬২। মামলার তথ্য এবং উপরের দুটি মামলায় প্রকাশিত পরস্পরবিরোধী মতামত অনুচ্ছেদ সংখ্যা। এবং ২-এ লক্ষ্য করা গেছে, যা নিম্নরূপঃ-

> "এই ফৌজদারি আবেদনে, অভিযুক্ত-আবেদনকারীর দোষী সাব্যস্তকরণ মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর ঘোষণার উপর ভিত্তি করে যা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (পিডব্লিউ ৪) দ্বারা রেকর্ড করা হয়েছিল। বিজ্ঞ দায়রা জজ পাশাপাশি হাইকোর্ট মৃত ব্যক্তির দ্বারা করা মৃত্যুর ঘোষণাকে সত্যবাদী, স্বেচ্ছাসেবী এবং বিশ্বাসযোগ্য বলে রায় দিয়েছেন। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন যে তিনি কর্তব্যরত মেডিকেল অফিসারের মাধ্যমে রোগীর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন এবং রোগীকে কিছু প্রশ্ন করার পরে জানতে চেয়েছিলেন যে সে বিবৃতি দিতে সক্ষম হয়েছে কিনা; তাকে আগুন দেওয়া হয়েছিল কিনা; সে সচেতন ছিল কিনা এবং বিবৃতি দিতে সক্ষম হয়েছিল কিনা এবং সন্তুষ্ট হয়ে সে মৃত ব্যক্তির বিবৃতি রেকর্ড করেছিল। ডাক্তারের একটি শংসাপত্র ছিল যা ইঙ্গিত করে যে রোগী সচেতন ছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের সাক্ষ্যের পাশাপাশি চিকিৎসকের শংসাপত্রের ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা নথিভুক্ত মৃত্যুর ঘোষণাপত্রে নথিভুক্ত অন্যান্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে মৃত চন্দ্রকলা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ছিলেন এবং এইভাবে মৃত্যুর ঘোষণার উপর নির্ভর করা যেতে পারে। বোম্বে হাইকোর্টের ঔরঙ্গাবাদ বেঞ্চের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলটি যখন এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চের সামনে রাখা হয়েছিল, তখন আপিলকারীর আইনজীবী পাপারাম্বকা রোসাম্মা বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য, (১৯৯৯) ৭ এস. সি. সি ৬৯৬ মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন। এবং এফ-এর যুক্তি ছিল যে যেহেতু ডাক্তারের শংসাপত্রের ফলে রোগী বিবৃতি দেওয়ার জন্য উপযুক্ত মানসিক অবস্থায় ছিলেন না, তাই মৃত্যুর ঘোষণাটি আদালত দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার একমাত্র ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা যেত না। রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত কৌঁসুলির পক্ষে কলি চুনিলাল সাবজি বনাম গুজরাট রাজ্য (১৯৯৯) ৯ এস. সি. সি. সি ৬৬২ এই মামলায় এই আদালতের আরও তিন বিচারপতির বেঞ্চের সিদ্ধান্ত -এর উপর নির্ভর করা হয়েছিল যেখানে এই আদালত রায় দিয়েছে যে ১ম নথিতে থাকা উপকরণগুলি ইঙ্গিত করে যে মৃত ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন এবং বিবৃতি দিতে সক্ষম ছিলেন, তবে এইভাবে রেকর্ড করা মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর ঘোষণাকে উপেক্ষা করা যাবে না কারণ ডাক্তার এই সমর্থন করেননি যে

মৃত ব্যক্তির মনের অবস্থা প্রশ্ন/বিবৃতি দেওয়ার জন্য উপযুক্ত ছিল। যেহেতু উপরোক্ত দুটি সিদ্ধান্ত তিনজন বিদ্বান বিচারপতির দুটি বেঞ্চ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছিল যা কিছুটা পরস্পরবিরোধী ছিল, তাই ২৭-৭-২০০২ তারিখের আদেশ দ্বারা বেঞ্চ প্রশ্নটি সংবিধান বেঞ্চে পাঠায়।

২. শুরুতে আমরা এটা স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, আমরা কেবল এই আদালতের উপরোক্ত তিন বিচারপতির বেঞ্চের সিদ্ধান্তের মধ্যে তথাকথিত দ্বন্দ্বের সমাধান করছি, যার পরে ফৌজদারি আপিলটি বিচারপতি এম. বি. শাহের সভাপতিত্বে বেঞ্চের সামনে রাখা হবে, যিনি বিষয়টি সংবিধান বেঞ্চে পাঠিয়েছিলেন। অতএব, আমরা কোনও না কোনও উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য রেকর্ডে থাকা প্রমাণগুলি পরীক্ষা করা থেকে বিরত রয়েছি এবং আমরা আমাদের বিবেচনার বিষয়গুলিকে উপরে উল্লিখিত দুটি সিদ্ধান্তের সঠিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করছি।

১৪. সংবিধান বেঞ্চ **কলি চুনিলাল সাভিজি (সুপ্রা)**-র পরবর্তী রায়ে গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুমোদন করেছে ৫ নং অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ-

৫, পূর্বোক্ত মামলায়ও আদালত হরজিৎ কৌর বনাম পঞ্জাব রাজ্য- এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিল-যেখানে ম্যাজিস্ট্রেট তার সাক্ষ্যে বলেছিলেন যে তিনি ডাক্তারের কাছ থেকে নিশ্চিত করেছেন যে তিনি কোনও বিবৃতি দেওয়ার উপযুক্ত অবস্থায় আছেন কিনা এবং সেই বিষয়ে অনুমোদন পেয়েছেন কিনা এবং কেবল ঘোষণায় অনুমোদন করা হয়নি বলে আবেদনের ভিত্তিতে মৃত্যু ঘোষণাকে কোনওভাবেই সন্দেহজনক করে তুলবে না। ইতিমধ্যে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসতে কোনও দ্বিধা নেই যে পাপারাম্বাকা রোসাম্মা বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য (১৯৯৯) ৭ পি এস. সি. সি. ৬৯৬ (এস. সি. সি. পৃ. ৭০১, অনুচ্ছেদ ৮)-

এ এই আদালতের পর্যবেক্ষণগুলি এই মর্মে যে "ঘোষণা করার সময় আহত ব্যক্তি মানসিকভাবে সুস্থ ছিলেন এমন একটি চিকিৎসা শংসাপত্রের অভাবে, একজন ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি গ্রহণ করা খুব ঝুঁকিপূর্ণ হবে, যিনি মতামত দিয়েছিলেন যে আহত ব্যক্তি একটি ঘোষণা করার সময় মানসিকভাবে সুস্থ ছিলেন"

খুব বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে এবং আইনের সঠিক উচ্চারণ নয়। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি অতি প্রযুক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি যে ডাক্তারের শংসাপত্রের প্রভাব ছিল যে রোগী সচেতন এবং

এমন কোনও শংসাপত্র ছিল না যে রোগী মানসিকভাবে সুস্থ ছিলেন, বিশেষত যখন ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর সাক্ষ্যে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে তিনি রোগীর কাছে যে প্রশ্নগুলি রেখেছিলেন এবং প্রাপ্ত উত্তরগুলি থেকে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন যে রোগী মানসিকভাবে উপযুক্ত অবস্থায় ছিলেন যার পরে তিনি মৃত্যুর ঘোষণাটি রেকর্ড করেছিলেন। অতএব, পাপারাম্বাকা রোজাম্মা বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য (১৯৯৯) ৭ এস সি সি ৬৯৬-এ এই আদালতের রায়টি অবশ্যই সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে ধরে নিতে হবে এবং আমরা গুজরাটের কোলি চুনিলাল সাবজি রাজ্যে (১৯৯৯) ৯ এস সি সি ৫৬২ "

১৫. পাপারাম্বাকা রোসাম্মা (উপরে উল্লিখিত) মামলার তিন বিচারপতির বেঞ্চের মতামত যে, ঘোষণা করার সময় আহত ব্যক্তি মানসিকভাবে সুস্থ ছিলেন বলে মেডিকেল শংসাপত্রের অভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি মেনে নেওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হবে, যিনি বলেছিলেন যে, ঘোষণা করার সময় আহত ব্যক্তি মানসিকভাবে সুস্থ ছিলেন, তিনি সঠিক আইন প্রণয়ন করেন না। সুতরাং, সংবিধান বেঞ্চ শুধুমাত্র মৃত্যুর ঘোষণা দেওয়ার জন্য ভুক্তভোগীর শারীরিক যোগ্যতা সম্পর্কিত মেডিকেল শংসাপত্রের প্রকৃতির প্রশ্ন বিবেচনা করছিল। উপরোক্ত মামলায় প্রদত্ত প্রস্তাবটি কোনওভাবেই বর্তমান মামলায় আপিলকারীর কৌঁসুলির উত্থাপিত যুক্তি সমর্থন করে না। বর্তমান মামলাটি এমন একটি মামলা যেখানে আই. ও. দ্বারা ০৬.১২.১৯৯০-এ ভুক্তভোগীর ১৬১ ধারার অধীনে একটি বিবৃতি রেকর্ড করা হয়েছিল। বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট উভয়ই বিবৃতিটিকে প্রাসঙ্গিক বলে মনে করে এবং উক্ত বিবৃতির উপর নির্ভর করে।

১৬, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সুপ্রিম কোর্ট রায় প্রদান করেছে যে ধারা ১৬১ সিআরপিসি-এর অধীনে রেকর্ডকৃত বিবৃতি, যা ধারা ৩২(১) দ্বারা আচ্ছাদিত, তা প্রাসঙ্গিক এবং গ্রহণযোগ্য। অতএব, ০৫.১২.১৯৯০ তারিখে তদন্তকারী অফিসার (আই.ও.) দ্বারা রেকর্ড করা আহত ব্যক্তির বিবৃতির উপর ভিত্তি করে ট্রায়াল কোর্ট এবং হাইকোর্টের রায়ে কোনো ভুল খুঁজে পাওয়া যায় না। এছাড়া লক্ষ্যণীয় যে, তদন্তকারী অফিসার (আই.ও.) তার জেরার সময় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ৩০.১১.১৯৯০ তারিখে রাতের বেলা মেডিকেল কলেজে বিবৃতি রেকর্ড করার জন্য গিয়েছিলেন, তবে আহত ব্যক্তির অবস্থার গুরুতর হওয়ায় তাকে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং, ০৫.১২.১৯৯০ তারিখে আই.ও.-কে দেওয়া বিবৃতির উপর নির্ভরতা কোনো সন্দেহজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে না যা উক্ত বিবৃতির মূল্যকে বাতিল করার প্রয়োজনীয়তা তৈরি করে। আহত ব্যক্তির ০৫.১২.১৯৯০ তারিখে দেওয়া বিবৃতিটি নিম্নরূপ ছিলঃ-

"আমার নাম ভাস্কর সাহু, পিতা: কাইবাল্য সাহু, বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম - লাঙ্গলদেই, থানা - দিগপাহান্ডি, জেলা - গঞ্জাম,

আজ, অর্থাৎ ০৫.১২.১৯৯০ তারিখে, মেডিকেল কলেজের ওয়ার্ডে থাকাকালীন আমি মৌখিকভাবে এই বিবৃতি দিচ্ছি যে, আমি ২৮.১১.১৯৯০ তারিখে সন্ধ্যা ৬:৩০ থেকে ৭:০০ এর মধ্যে আমাদের গ্রাম লাঙ্গলদেই থেকে বেলাপাদা যাওয়ার পথে আমার সাইকেলে ছিলাম। বেলাপাদা গ্রামের সেতুর কাছে, আমাদের গ্রামের বাসিন্দা প্রদীপ বিসই, পিতা: মাধব বিসই এবং তার কয়েকজন বন্ধু আমাকে হত্যা করার জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা একটি স্কুটারে এসেছিল। আমি অন্যদের চিনতে পারিনি। বেলাপাদা সেতুর কাছে, হঠাৎ প্রদীপ বিসই আমার দিকে একটি বোমা ছুড়ে মারে, যা আমার ডান পায়ে আঘাত করার পর নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, ফলে আমি রাস্তায় পড়ে যাই। যখন আমি প্রাণ বাঁচানোর জন্য দৌড়াচ্ছিলাম, তখন প্রদীপ বিসই আমার পেছনে এসে আমার ডান কাঁধে একটি কাঁটি দিয়ে আঘাত করে, যার ফলে আমি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে যাই। এরপর সে তার সঙ্গে আনা একটি বোতল থেকে আমার মাথা, মুখ, বুক এবং পুরো শরীরে অ্যাসিড ঢেলে দেয়। প্রাণ বাঁচানোর জন্য আমি আমার গায়ের কালো রঙের গেঞ্জি খুলে ফেলে দিই। আমার গুরুতর অবস্থা দেখে প্রদীপ বিসই এবং তার বন্ধুরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এরপর আমাদের গ্রামের খালিয়া পাটির ছেলে আমাকে দেখতে পায় এবং সাইকেলের সাহায্যে আমাকে নিয়ে যাওয়ার সময়, আমার ভাই সুরেন্দ্র সাহু খবর পায় এবং আমাদের গ্রামের তারিণী সাহু, কৃষ্ণাথ বিসই এবং বিদ্যাধর বাবু সেখানে পৌঁছান। আমার ভাই আমাকে সঙ্গে সঙ্গে বেহরামপুর মেডিকেল কলেজে ভর্তি করেন। না হলে আমি সেখানেই মারা যেতাম। আমাদের পূর্ব শত্রুতার কারণে প্রদীপ বিসই আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আমি কোনোমতে বেঁচে গেছি। আমার বাঁচার সম্ভাবনা নেই।"

১৭. বিচারালয় প্রমাণ পর্যালোচনার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে মৃত ব্যক্তি অ্যাসিড আক্রমণ এবং বোমা বিস্ফোরণের কারণে আঘাত পেয়েছিলেন। অ্যাসিড আক্রমণে তিনি তার দৃষ্টি হারিয়েছেন এবং তার ডান পা হারিয়েছেন। বিচারালয় সঠিকভাবে উল্লেখ করেছে যে ০৫.১২.১৯৯০ তারিখে মৃত ব্যক্তির দেওয়া বিবৃতি ভারতীয় প্রমাণ আইন, ১৮৭২-এর ধারা ৩২-এর অধীনে গ্রহণযোগ্য কারণ এটি তার মৃত্যুর কারণ এবং কীভাবে তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তা বর্ণনা করে। রায়ের ৮নং অনুচ্ছেদে বিচারালয় নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছে:

> "৮. মেডিকেল রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট যে মৃত ব্যক্তি অ্যাসিড এবং বোমা বিস্ফোরণে আঘাত পেয়েছিলেন এবং চিকিৎসার সময় তিনি হাসপাতালে মারা যান। এখন দেখা দরকার, এই অ্যাসিড এবং বোমা বিস্ফোরণের আঘাত কে করেছে। এই ঘটনার কোনো প্রত্যক্ষদর্শী নেই। মৃত ব্যক্তি পি.ডব্লিউ.১ এবং তদন্ত কর্মকর্তাকে তথ্য দিয়েছেন। পি.ডব্লিউ.১ বলেছেন যে তিনি

মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে জানতে পেরেছিল যে অভিযুক্ত তাকে লাঞ্ছিত করেছে এবং তার মুখ এবং তার শরীরের অন্যান্য অংশে অ্যাসিড ছুঁড়েছে এবং মৃতের কাছ থেকে সত্যটি জানার পরে সে পুলিশকে বিষয়টি জানায়, এক্সটেনশান ১২-এ। পি. ডব্লিউ. ৩-এর প্রমাণ থেকেও এটি স্পষ্ট যে তিনি মৃত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন, যিনি আহত হয়েছিলেন। পি. ডব্লিউ, ১-এর কাছে মৃত ব্যক্তির বিবৃতি প্রমাণ আইনের ৩২-এর অধীনে গ্রহণযোগ্য। কারণ, এটি তার মৃত্যুর কারণ এবং কীভাবে তিনি আহত হয়েছিলেন সে সম্পর্কে দেয়।

১৮, মৃত ব্যক্তির শরীরের আঘাতগুলি প্রসিকিউশন মামলাটিকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে। এইভাবে, ০৬.১২.১৯৯০-এ মৃত ব্যক্তির দেওয়া বিবৃতিটি মৃত ব্যক্তির শরীরের আঘাত এবং প্রসিকিউশন দ্বারা দাবি করা ঘটনার ক্রম এবং পদ্ধতির প্রমাণ খুঁজে পায়। পিডব্লিউ ১, তথ্যদাতা প্রসিকিউশন মামলাটিকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছেন।

১৯. হাইকোর্ট আপিল খারিজ করার সময় আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে অভিযুক্তের দোষী সাব্যস্তকরণ এবং সাজা কম অপরাধ এবং নমনীয় অপরাধের জন্য ছিল।

২০. নথিতে থাকা প্রমাণগুলি দেখে আমরা সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট যে আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে বিচার আদালত কোনও ত্রুটি করেনি। আপিলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় হাইকোর্ট নথিতে থাকা প্রমাণগুলিও বিশ্লেষণ করেছে এবং যথাযথভাবে আপিল খারিজ করেছে। সুতরাং, আমরা এই আপিলের কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না, যা খারিজ করা হয়েছে।

দিব্যা পান্ডের *আপিল খারিজ।*

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাত্ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Xavier Murmu